

মণ্ডান

পরিষেবা | ফেব্রুয়ারি ২০২৪

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-পত্রাসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভূমী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ফসলের দাম

২৯/৪৯

কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ডের ২১ ফেব্রুয়ারি বলেছেন, বিক্ষেপকারী চাষিদের মূল দাবি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিয়ে একটি আইন আনতে, কেন্দ্রের সারা দিনব্যাপী সংসদ অধিবেশন ভাকা উচিত। তিনি কেন্দ্রকে কৃষি খাগ মুকুব সহ চাষিদের অন্যান্য প্রধান দাবিগুলি মেনে নিতেও বলেছেন।

‘দিল্লি চলো’ আন্দোলনে অংশ নেওয়া কৃষক নেতারা পাঁচ বছরের জন্য সরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে এমএসপিতে ডাল, ভুট্টা এবং তুলা সংগ্রহের সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন এই ব্যবস্থা চাষিদের পক্ষে নয়। রবিবার কৃষক নেতাদের সাথে চতুর্থ রাউন্ডের আলোচনায়, তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর একটি প্যানেল প্রস্তাব করেছিল, সরকারি সংস্থাগুলি চাষিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে এবং ৫ বছরের জন্য এমএসপিতে ডাল, ভুট্টা এবং তুলা কিনবে।

পান্ডের আরো বলেন, আমরা সব বিরোধী দলগুলির কাছে বলছি, সরকার যদি এমএসপি নিয়ে কোনো আইন আনে, তবে তারা যেন আইনটির পক্ষে ভোট দেয়। কারণ শিরোমণি অকালি দল বা কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো দল এ নিয়ে তাদের অবস্থান পরিস্কার করেনি। তিনি বলেন, চাষিদের তিনটি বড় দাবি রয়েছে তা হল, সমস্ত ফসলের জন্য এমএসপি’র আইনি গ্যারান্টি, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ‘সি ২ প্লাস ৫০ শতাংশ’ ফর্মুলা বাস্তবায়ন এবং খাগ মুকুব। সরকারি তথ্য বলছে চাষিদের মোট ১৮.৫ লক্ষ কোটি টাকা খণ্ড রয়েছে।

চাষির দ্বিগুণ আয়

২৯/৫০

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি কৃপায়ণ মন্ত্রক (এমওএসপিআই)- এর জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণ দপ্তর (এমএসএসও) কৃষি নির্ভর পরিবারগুলিতে ২০১৯-এর জানুয়ারি মাস থেকে এ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি পরিস্থিতি নির্ণয়ক সমীক্ষা চালায়। এর আগে ২০১৩’র জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ধরনের সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ২০১২-১৩ কৃষি বর্ষে চাষিদের গড় আয় ছিল ৬ হাজার ৪২৬ টাকা। ২০১৮-১৯ কৃষির বর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার ২১৮ টাকা।

কৃষিক্ষেত্রে বিগত ৫ বছরে গড় বার্ষিক উন্নয়নের হার ৪ শতাংশের বেশি। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এই সব তথ্য সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছে। এছাড়া বইটিতে যেসব চাষিদের আয় অন্তত দ্বিগুণের বেশি হয়েছে এমন ৭০ হাজার চাষির সাফল্যের কাহিনী রয়েছে। কৃষি মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ৬ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় এ তথ্য জানিয়েছিলেন।

তবে মুশকিল হল, বছরে ১০ হাজার ২৮১ টাকা দিয়ে সংসার চালানো। তাই দলে দলে চাষি, চাষ ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছে। দক্ষ চাষি থেকে তারা অদক্ষ মজুরে পরিণত হচ্ছে। চাষ ব্যবস্থাও ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়ছে।

ভূজলে বিষ

২৯/৫১

২০ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল প্রধান বেঞ্চের একটি আদেশে ভূজলে আসেনিক এবং ফ্লোরাইডের মতো বিষাক্ত

মণ্ডান পরিষেবা

ফেব্রুয়ারি ২০২৪

উপাদানগুলির অবস্থা জানতে ২৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোটিশ জারি করেছিল। তার ফলস্বরূপ ২৫টি রাজ্যে ভূজলে আসেনিক আর ২৭টি রাজ্যে ইন্সেরাইড পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তরফ থেকে এক প্রশ্নের উত্তরে, রাজ্যসভায় এই তথ্য লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ভারতীয় মানক ব্যৱৰণ নির্ধারিত পানীয় জলের মানের তুলনায় ভূজলের বর্তমান মানের রাজ্যভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে মন্ত্রকের সূত্রে জানানো হয়েছে।

বাদাবন বাড়াও

২৯/৫২

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি। এই ধরনের বনাঞ্চল ধরনের মাছের প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধিতেও সহায়ক। সরকার উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা ও তার বৃদ্ধিতে একগুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রক জাতীয় উপকূল মিশন কর্মসূচির আওতায় ম্যানগ্রোভ এবং কোরাল রিফ সংরক্ষণের জন্য একটি প্রকল্প এনেছে।

২০২৩-২৪ এর কেন্দ্রীয় বাজেটে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষার জন্য এমআইএসএইচটিআই (মিটি) প্রকল্পে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্প কৃপায়ণে নির্দেশিকাও জারি হয়েছে। ৯টি রাজ্য ও ৩ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রায় ৫৪০ বগকিলোমিটার এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশে প্রায় ২৫২ বগকিলোমিটার এলাকা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এবছর ৫ ফেব্রুয়ারি এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অশ্বনী কুমার চৌবে।

হাতি ও মানুষে দৰ্শ

২৯/৫৩

রাজ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ২০২২-২৩ সালে মানুষ হাতির সংঘর্ষে দেশে মোট ৬০৫ জন মানুষ মারা গেছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তরফ থেকে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যসভায় এই তথ্য লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে বেশি, মোট ১৪৮ জন মানুষ মারা গেছে নাগাল্যান্ডে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্য ২০২২-২৩ সালে মারা গেছে ৯৭ জন। হাতির সঙ্গে সংঘর্ষে বাড়খণ্ডে ৯৬ জন মানুষ মারা গেছে।

দেশে বর্জ্য উৎপাদন

২৯/৫৪

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ২০২১-২২-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে প্রতিদিন গড়ে ১৭০,৩৩৮ টন কঠিন বর্জ্য তৈরি হয়। এর মধ্যে চিকিৎসা বর্জ্য তৈরি হয় ৯১,৫১২ টন। কঠিন বর্জ্য হিসেবে যেসব সামগ্রী সব থেকে বেশি উৎপন্ন হয়, প্লাস্টিক প্যাকেজিং, ব্যাটারি, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, টায়ার ইত্যাদি। পরিবেশ মন্ত্রক থেকে এর আগে রাজ্যসভায় জানানো হয়েছিল যে দেশে ২০১৬-১৭-এর তুলনায় ২০২১-২২ সালে ই-বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার ২২.৫৯ গুণ বেড়েছিল।

তুলসী তুলসী নারায়ণ

২৯/৫৫

সর্দি-কাশিতে ভুগলেই অনেকেই তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে বলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়, নানা রোগের মোকাবিলায় তুলসী পাতার জুড়ি মেলা ভার। তবে শুধু পাতাই নয়, তুলসীয় বীজও স্বাস্থ্যকর। গরমের দিনে সুস্থ থাকতে ভরসা রাখতেই পারেন তুলসীর উপর।

কুলফি ফালুদার স্বাদ বাড়াতে এই বীজ ব্যবহার করা হয়। অনেকেই বোধ হয় সেই খাবার চেখেও দেখেছেন। তবে এই বীজের স্বাস্থ্যগুণ অনেকেরই অজানা। জলে কিংবা দুধে ভিজিয়ে রোজ নিয়ম করে এই বীজ খাওয়া যেতে পারে।

গরমের দিনে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাই এই সময়ে পেটের গোলমাল লেগেই থাকে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় তুলসীর বীজ রাখলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং সমস্যাও দূর হয়।

এই বিজে ভরপুর মাত্রায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। নিয়মিত জলে ভিজিয়ে রাখা তুলসীর বীজ খেলে হজম ভাল হয়। এই জল খেলে পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকে। যাঁরা ওজন কমানোর পরিকল্পনা করছেন, তারাও রোজের ডায়েটে তুলসীর বীজ ভেজানো জল রাখতেই পারেন। তুলসীর বীজ গরম জল বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। গ্যাসের ব্যথায় আরাম পাওয়া যায়। ডায়াবোটিক রোগীদের জন্যও এই পানীয় কিন্তু বেশ উপকারী। তুলসীর বীজে থাকে ডায়েটেরি ফাইবার, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণ সর্দি এবং ঝুঁ জাতীয় সমস্যা থেকেও মুক্তি পেতেও এই বীজ ব্যবহার করতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, পেশীতে টান পড়লেও এই বীজ খেলে আরাম পাওয়া যায়।

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতা কিছু তথ্য কিছু প্রশ্ন

সুব্রত কুণ্ডু

২৯/৫৬

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার ইতিহাস

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার ধারণাটি ১৯৯০-এর দশকে সবুজ বিপ্লব এবং বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্য নীতির প্রবর্তনের বিরুদ্ধে, সারা বিশ্বের প্রাচীন সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। কৃষি শিল্পের পরিবেশগত প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, ছোট চাষিদের সংগঠন এজন্য একত্রিত হয় এবং খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার আন্দোলন শুরু করে। এরপরে গত ৩০ বছরে খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার ধারণা এবং এর সাথে সম্পর্কীয় সুস্থায়ী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রকৃতিগত বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়ে, অনেক চাষি, জেলে, বনবাসি, খাদ্য উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিক, ভোক্তা, শিক্ষাবিদ এবং খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা এই আন্দোলনে একত্রিত হয়।

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার সংজ্ঞা

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার আন্দোলন পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে এর সংজ্ঞাও ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, খাদ্য স্বয়ন্ত্রতা হল, স্থানীয়, পরিবেশমূল্যী এবং টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত স্বাস্থ্যকর এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত খাদ্যের অধিকার এবং স্থানীয় মানুষজনের নিজস্ব খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থা রূপায়িত করার অধিকার।

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতা, বর্তমান কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থায় তৈরি ক্ষমতার বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন। এটি স্পষ্টভাবে কৃষি শিল্পের আধিপত্য, কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থায় কর্পোরেশনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং খাদ্য ও কৃষি বাণিজ্যের অগণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিস্পর্ধী এক আন্দোলন।

খাদ্য স্বয়ন্ত্রতা সাধারণত কৃষি-বাস্তুতন্ত্র (অ্যাপ্রো-ইকোলজি) নির্ভর ছোট চাষি ও পারিবারিক কৃষি এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক খাদ্য ব্যবস্থাকে প্রাথমিক দেয়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে দূরত্ব কমে। ফলে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমে। তবে বলে রাখা ভাল, খাদ্য স্বয়ন্ত্রতার সংজ্ঞা তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত, কারণ এর আন্দোলন গণতান্ত্রিক এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট সমাধানকে অগ্রাধিকার দেয়।

ନିରାପତ୍ତା ବନାମ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତା

ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂସ୍ଥା ବା ଏଫ୍‌ଆୟ'ର ବ୍ୟବହତ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ସଂଜ୍ଞା, ଖାଦ୍ୟ ପାଓୟାର ଓପର ଜୋର ଦେଯ । କୀଭାବେ ତାର ଉତ୍ତପାଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ହବେ ତାର ଓପର ନୟ ।

ସ୍ୱୟମ୍ଭରତା କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । ଏଥାନେ ଖାଦ୍ୟକେ ଏକଟି ପଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଭେର ଉତ୍ସ ହିସେବେ ଦେଖାନ୍ତୋ ହ୍ୟ ନା । ଏହାଡା କ୍ଷୁଦ୍ରା ଓ ଅପୁଣ୍ଡିକେ ଏଇସବ ସଂସ୍ଥା ଏକଟି ପ୍ରୟୁକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହିସେବେ ଦେଖାଯ । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମନେ କରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରା ଓ ଅପୁଣ୍ଡି ହଳ ତୃଗୁମ୍ଲ ଶ୍ଵରେ ଏକଟି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ଯାର ସଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼େ ରଯେଛେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିଷୟଙ୍କ । ଆର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ପ୍ରକଟି ଏଥିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୀତିକାରଦେର ଆଲୋଚନାର ହାତିଆର । ତବେ ସମୟେର ସଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ସଂଜ୍ଞା କିଛୁଟା ହଲେଓ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ତାର ନିୟମନ୍ତ୍ରଣେ, ସବାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସାମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଵିକାର କରାଛେ । ତବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଚଳାଚଲେର ପ୍ରତି ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏକଇ ରଯେ ଗେଛେ ।

ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତାର କିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ

ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ବାଡାର ସାଥେ ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ମାନୁଷ ଯେମନ ଯୁକ୍ତ ହେଁଛେ, ତେମନିହି ଏର ଭିତର ଏବଂ ବାହିରେ ଥେକେ ନତୁନ ନତୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆସାନ୍ତେ । ସେଇଲିର ମଧ୍ୟେ କିଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହଳ-ସ୍ଥାନୀୟଭାବେ ଟେକସିଇ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତୈରି ହଲେଓ କୀଭାବେ ଏକଟି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତୈରି ହବେ ? କୋନ ପରିସ୍ଥିତିତେ ବୈଶ୍ଵିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହବେ, ନାକି ଏକେବାରେଇ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହବେ ନା ? ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୀ ଭୂମିକା ହବେ ? ଏରଜନ୍ୟ କି କି ନୀତି-ପଦ୍ଧତି ବଦଳାତେ ହବେ ବା ନତୁନ ନୀତି-ପଦ୍ଧତି ତୈରି କରାନ୍ତେ ହବେ ? ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସିତ, ସ୍ୱୟମ୍ଭର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଗଡ଼େ ତୋଳାର ଜନ୍ୟ କୋନ କୋନ ଆଇନ, ନୀତି-ପଦ୍ଧତିର ଖୋଲ ନଳଚେ ବଦଳାତେ ହବେ ?

କିଛୁ ସମାଲୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତାର ମାଧ୍ୟମେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ମେଟାତେ ପାରେ, ଏମନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତୈରି କରା ଆଦୌ କୀ ସମ୍ଭବ ? ତାଦେର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଉତ୍ତପାଦକ ଏବଂ ଭୋକ୍ତାଦେର ପ୍ରାୟଶିଇ ପରମପରାବିରୋଧୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଵାର୍ଥ ଥାକେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି-ବାସ୍ତତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଭର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତା ପୂରଣ କରାନ୍ତେ ହବେ ନା । ଏହାଡା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ତ୍ତାମୋର କଥା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବଲେ, ସେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ତ୍ତାମୋତେ ସମ୍ପ୍ରକ୍ଷଣ କରା ଯାବେ ତାର କୋନୋ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଥନ୍ତେ ତୈରି ନୟ ? ତାହଲେ କୀ ଏକଟା ନୈରାଜ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବହାର ତୈରି ହବେ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଲାଗୁ ହଲେ ?

ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କି ଏକଟି ମୂଳ ଭୂମିକା ପାଲନ କରା ଉଚିତ ? ଯଦି ତାଇ ହ୍ୟ, ତାହଲେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧତା ପ୍ରେକ୍ଷାପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୂମିକା କୀ ହବେ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲି କିଛୁଟା ଅନିବାର୍ୟ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକାଧିକ ଭିନ୍ନ ଏଲାକା ଓ ଗୋଟିର ସମସ୍ୟାରେ ଗଠିତ । ତାଦେର ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ସମସ୍ୟା ଥାକଲେଓ ଏକ ଏକଟି ଏଲାକାଯ ତାରା ତାଦେର ସଦସ୍ୟଦେର ନିଯେ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସିତ ବ୍ୟବହାର ଚାଲାଯ । ତାଇ ଖାଦ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଧାରଣେ ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏକଟି ସୁନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓପର ଜୋର ଖୁବ ଏକଟା ଥାକେ ନା । ତବେ ଏଇସବ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ତୈରି କରାନ୍ତେ ହବେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭରତା ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆରୋ ଶକ୍ତିଶାଲୀ କରାର ଜନ୍ୟ ।

ମତାମତ ନିଜସ୍ଵ